গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম বিভাগ

এবং

মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর মধ্যে স্বাক্ষরিত

বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি

জুলাই ০১, ২০১৬ – জুন ৩০, ২০১৭

সূচীপত্র

কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র..৩

উপক্রমণিকা..৪

সেকশন -১: কার্যাবলী...৫

সেকশন-২: কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচকএবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ..৬-৭

সংযোজনী-১ শব্দ সংক্ষেপ (Acronyms) ৯

সংযোজনী-২ কর্মসম্পাদন সূচকসমূহ, বাস্তবায়নকারী এবং পরিমাপ পদ্ধতি...১০

সংযোজনী-৩ কর্মসম্পাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে অন্যান্য দপ্তর/ সংস্থার উপর নির্ভরশীলতা.................................১১

কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম বিভাগ এর কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of Chittagong Division, Department of Agricultural Marketing)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (০৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহঃ

কৃষক গ্রুপ গঠন, কৃষক প্রশিক্ষণ, বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার, বাজার অবকাঠামো ও কৃষিপণ্যের মূল্য সংযোজন সুবিধা সৃষ্টি, ইত্যাদি কাযর্ক্রম বাস্তবায়নের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের সুষ্ঠু বিপণন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ওয়েবসাইটের (ইন্টারনেট) মাধ্যমে বাজার তথ্য সংগ্রহ ও প্রচার কার্যক্রম ১৫টি জেলায় সম্প্রসারণ করা হয়েছে। কৃষকদের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমাপ্ত পাবা প্রকল্পের আওতায় ইতোপূর্বে নির্মিত ১টি পাইকারী বাজার সম্পূর্ণভাবে চালুকরণসহ এগুলোর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় বিপণন সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে। মূল্য সংযোজন কার্যক্রম সম্প্রসারণের নিমিত্ত ০১টি অফিস কাম প্রসেসিং এ্যন্ড ট্রেনিং সেন্টার নির্মান করা হয়েছে। সবজি প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ে ১৫১ জন কৃষককে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। আলুর বহুমুখী ব্যবহার বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৬ টি মেলার আয়োজন করা হয়েছে। মূল্য তালিকা প্রদর্শনের জন্য ৩৮টি বোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং সেগুলো নিয়মিতভাবে হালনাগাদ করা হচ্ছে।

বিদ্যমান সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহঃ

উপযুক্ত জনবলের অভাবে বিপণন সংশ্লিষ্ট অগ্র ও পশ্চাদ সংযোগ, মূল্য সংযোজন, সাপ্লাই চেইনসহ দল ও চুক্তি ভিত্তিক বিপণন যোগসূত্র স্থাপন কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। এছাড়াও কৃষি বিপণন বিষয়ে দক্ষ জনবল সৃষ্টি, কৃষক ও ব্যবসায়ীদের সাথে মার্কেট লিংকেজ স্থাপন, পণ্য মোড়কীকরণের মাধ্যমে বাজারজাতকরণ, ইত্যাদি চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করা অত্যন্ত জরুরী। আধুনিক ও যুগোপযোগী বিপণন সেবা নিশ্চত করার জন্য প্রয়োজনীয় লজিস্টিকস্ যেমন: নিজস্ব অফিস ভবন, প্রশিক্ষন কেন্দ্র, যানবাহন ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি প্রয়োজন।

ভবিষ্যত কর্মপরিকল্পনাঃ

কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে কৃষির বাণিজ্যিকরণ, কৃষি ব্যবসা ও কৃষি ভিত্তিক শিল্পের প্রসার এবং কৃষি পণ্য রপ্তানী বৃদ্ধি পেয়েছে। সুষ্ঠু ও আধুনিক বিপণন ব্যবস্থা অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে কৃষিপণ্যের হাট বাজারসমূহের ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নে ভূমিকা রাখা এবং গুরুত্বপূর্ণ হাট-বাজার উৎপাদন এলাকায় আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ করা। আমদানী ও রপ্তানী বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ এবং অধিক মুনাফা রোধকল্পে আমদানীকারক পাইকারী ও খুচরা ব্যবসায়ীদের সর্বোচ্চ মুনাফা অর্জনের পরিমাণ নির্ধারণ এবং কৃষিপণ্যের ভ্যালু চেইন ও সাপ্লাই চেইন উন্নয়নে প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান ও আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ কেন্দ্র স্থাপন। কৃষিপণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ বিশেষ করে গৃহ পর্যায়ে এবং ক্ষুদ্র উদ্যোক্ত পর্যায়ে প্রক্রিয়াজাতকরণ সুবিধা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ সুবিধা প্রদান, পণ্য বিপণনে সহায়তার নিমিত্ত ব্র্যান্ডিং, মোড়কীকরণ, সার্টিফিকেশন ইত্যাদি সুবিধা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সহায়তা সেবা প্রদান করা। এছাড়া শস্য গুদাম ঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণের কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহন করা প্রয়োজন।

২০১৬-১৭ অর্থবছরে সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহঃ

- বাজার তথ্য বিষয়ে ৫২৮টি বুলেটিন এবং ৫৭৬টি প্রতিবেদন প্রকাশ;
- ১৫০টি কৃষক বিপণন দল গঠন;
- ২১০ জন কৃষক ও ১৫০ জন কৃষি ব্যবসায়ী উদ্যোক্তাকে বাজার সংযোগ সুবিধা প্রদান;
- বাজার নিয়ন্ত্রন আইন, ১৯৬৪ (সংশোধিত ১৯৮৫) এর যথাযথ প্রয়োগ;
- ২১০ জন কৃষক ও ১৫০ জন কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারীকে প্রশিক্ষণ প্রদান;

উপক্রমণিকা (Preamble)

সরকারী দপ্তর/ সংস্থাসমূহের প্রাতিষ্ঠানিক দক্ষতা বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি জোরদার করা, সুশাসন সংহতকরণ এবং সম্পদের যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে রূপকল্প ২০২১ এর যথাযথ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে-

উপ-পরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর, চট্রগ্রাম বিভাগ

এবং

মহাপরিচালক, কৃষি বিপণন অধিদপ্তর এর মধ্যে ২০১৬ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখে এই বার্ষিক কর্মসম্পাদন সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

এই চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী উভয়পক্ষ নিম্নলিখিত বিষয়সমূহে সম্মত হলেন:

সেকশন -১:

রূপকল্প (Vision), অভিলক্ষ্য (Mission), কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ এবং কার্যাবলী

১.১ রূপকল্প (Vision):

উৎপাদক, বিক্রেতা ও ভোক্তা সহায়ক কৃষি বিপণন ও কৃষি ব্যবসা উন্নয়ন।

১.২ অভিলক্ষ্য (Mission) :

আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণ এবং কৃষিপণ্যের বিপণন ও সরবরাহ ব্যবস্থায় সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে কৃষিপণ্যের চাহিদা ও যোগান নিরূপন, মজুদ ও মূল্য পরিস্থিতি বিশ্লেষণ ও অত্যাবশ্যকীয় কৃষিপণ্যের মূল্য ধারার আগাম প্রক্ষেপণ এবং এ বিষয়ক তথ্য ব্যবস্থাপনা ও প্রচার।

১.৩. কৌশলগত উদ্দেশ্য (Strategic Objective):

কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দক্ষ বিপণনে সহায়তা করা।

১.৪ কার্যাবলী (Functions):

১) কৃষিপণ্যের বাজার তথ্য, গবেষণা, মার্কেট রেগুলেশন ও বাজার সম্প্রসারণ।

২) বিপণন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও কৃষকদের উৎপাদিত ফসলের ন্যায্য মূল্য প্রাপ্তিতে সহায়তা ও ভোক্তাসেবা প্রদানের মাধ্যমে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

৩) গুরুত্বপূর্ণ কৃষিপণ্যের বাজার দর পর্যালোচনা ও পূর্বাভাস প্রদান এবং প্রধান প্রধান ফসলের সরকার কর্তৃক ন্যূনতম সংগ্রহ মূল্য নির্ধারণে সহায়তা প্রদান।

৪) কৃষিপণ্যের বাজার মনিটরিং ও বাজার দরের হ্রাস-বৃদ্ধির কারণ চিহ্নিতরণপূর্বক প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ;

৫) আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত বাজার অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে দক্ষ বিপণন ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

৬) ব্যবসায়ী ও পরিবহন সংস্থার সহায়তায় উৎপাদন এলাকা হতে ঘাটতি এলাকায় দ্রুত পণ্য সরবরাহের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ।

৭) "কৃষিপণ্য মূল্য উপদেষ্টা কমিটি" এর মাধ্যমে কৃষিপণ্যের নূন্যতমমূল্য নির্ধারণে সরকারকে সহায়তা প্রদান।

৮) বাণিজ্যিক ভিত্তিতে কৃষিপণ্য উৎপাদন, বিপণন, ভ্যালু চেইন উন্নয়ন এবং কৃষি ভিত্তিক শিল্প স্থাপনে উদ্যোক্তাগণকে উদ্বুদ্ধ করা।

<u>সেকশন-২</u>

কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের কৌশলগত উদ্দেশ্য এবং অগ্রাধিকার এর আলোকে চট্টগ্রাম বিভাগের কার্যক্রম, কর্মসম্পাদন সূচক এবং লক্ষ্যমাত্রাসমূহ:

কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic Objectives)	কৌশলগত উদ্দেশ্যের মান (Weight of Strategic Objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্মসম্পাদন সূচক (Performance Indicators)	একক (Unit)	কর্মসম্পাদন সূচকের মান (Weight of Performance Indicators)	প্রকৃত অর্জন		লক্ষ্যমাত্রা/নির্ণায়ক ২০১৬-১৭ (Target/Criteria Value for FY 2016-17)					প্রক্ষেপন (Projection) ২০১৭-১৮	প্রক্ষেপন (Projection) ২০১৮-১৯
						২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	অসাধারণ ১০০%	অতি উত্তম ৯০%	উত্তম ৮০%	চলতি মান ৭০%	চলতি মানের নিম্নে ৬০%		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
(ক) কৃষি বিপণন অধিদপ্তরের ম্যান্ডেটেড কৌশলগত উদ্দেশ্যসমূহ														
১। কৃষিপণ্যের সরবরাহ, প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দক্ষ বিপণনে সহায়তা করা	৮৫	১.১ কৃষি বিপণন ও উন্নয়ন বিষয়ে প্রচারণা ও তথ্য সংরক্ষণ (২০)	১.১.১ প্রকাশিত বুলেটিন	সংখ্যা	১০	৫২৮	৫২৮	৫২৮	৫১৫	৫১২	৪৯৫	৪৭৮	৫২৮	৫২৮
			১.১.২ প্রকাশিত প্রতিবেদন	সংখ্যা	১০	৫৪০	৫৪০	৫৭৬	৫৬০	৫৪৪	৫৩০	৫১৬	৫৭৬	৫৭৬
		১.২ বাজার উন্নয়নে সহায়তা প্রদান (৩০)	১.২.১ গঠিত কৃষক বিপণন দল	সংখ্যা	১০	-	-	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১১০	২১০	২৪০
			১.২.২ বন্ধ বাজার চালুকৃত	সংখ্যা	০২	২	২	২	১	-	-	-	২	২
			১.২.৩ আহবানকৃত বাজার উপদেষ্টা কমিটির সভা	সংখ্যা	০৩	-	১২	১৫	১৪	১৩	১২	১১	১৬	১৮
			১.২.৪ ইস্যুকৃত নুতন লাইসেন্স	সংখ্যা	০৫	৯০০	১১১৮	১১০০	৯০০	১০০০	৭০০	৮০০	১২০০	১৩০০
			১.২.৫ নবায়নকৃত লাইসেন্সের (বিদ্যমান) হার	%	০৫	১০০	১০০	১০০	৯০	৮০	৭০	৬০	১০০	১০০
			১.২.৬ জমাকৃত নন-ট্যাক্স রাজস্ব	লক্ষ টাকা	০৫	৩৬	৩৬	৩৭	৩৫	৩৩	৩২	৩১	৪১	৪৪
		১.৩ উপযুক্ত মূল্য প্রাপ্তিতে প্রশিক্ষন ও অন্যান্য সহায়তা প্রদান (২০)	১.৩.১ প্রশিক্ষিত কৃষক	সংখ্যা	১০	-	-	২১০	২০০	১৯০	১৮০	১৭০	২২০	২৩০
			১.৩.২ বাজার সংযোগ সুবিধা প্রাপ্ত কৃষক	সংখ্যা	১০	-	১৮	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১১০	২১০	২৪০
		১.৪ কৃষি উদ্যোক্তাদের প্রযুক্তি ও কারিগরি সহায়তা প্রদান এবং এগ্রোপ্রসেসিং ও কৃষি ব্যবসায় বিনিয়োগ উৎসাহিত করা (১৫)	১.৪.১ প্রযুক্তি ও কারিগরী সহায়তাপ্রাপ্ত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী	সংখ্যা	০৪	-	১৫১	২১০	২০০	১৯০	১৮০	১৭০	২২০	২৩০
			১.৪.২ প্রশিক্ষিত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী	সংখ্যা	০৬	-	-	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১১০	২১০	২৪০
			১.৪.৩ বাজার সংযোগ সুবিধাপ্রাপ্ত কৃষি ব্যবসায় উদ্যোক্তা	সংখ্যা	০৩	-	১০৭	১৫০	১৪০	১৩০	১২০	১১০	২১০	২৪০
			১.৪.৪ প্রসেসিং সেন্টারের সুবিধা প্রাপ্ত কৃষি প্রক্রিয়াজাতকারী	সংখ্যা	০২	-	-	৪০	৩৫	৩০	২৫	২০	৫০	৬০